২০৫

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ MAY 16 1999
পৃষ্ঠা ১২ কলাম 2

বিএম কলেজের ঘটনায় বরিশাল উত্তপ্ত ॥ জঙ্গী মিছিল পাল্টা সমাবেশ ॥ দারোগা সাসপেন্ড

স্টাফ রিপোর্টার, বরিশাল ॥ আধুনিক বরিশালের রূপকার মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্তের ভাস্কর্য স্থাপনে বাধা প্রদান ও ভিত্তি ভেঙ্গে ফেলার ঘটনায় বরিশাল উত্তপ্ত। শুক্রবার রাতে ইসলামী ছাত্র মজলিস ও ইসলামী ছাত্র শিবির কর্মীদের অশ্বিনী কুমার হল থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। ব্রজমোহন কলেজ পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ আর্মড দারোগাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। আগামী ১৮ মে বরিশাল সাংস্কৃতিক সংগঠন সমন্বয় পরিষদ প্রতিবাদ সমাবেশের ডাক দিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রগুলো জানায়, ব্রজমোহন কলেজের অশ্বিনী কুমার হল প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠাতার ভাস্কর্য নির্মাণে বাধা ও ভিত্তি ভাংচুর করায় ছাত্ররা ক্ষিপ্ত। শুক্রবার গভীর রাতে ছাত্রলীগ অশ্বিনী কুমার হল থেকে মৌলবাদী ইসলামী ছাত্র মজলিস ও ক্যাম্পাস থেকে ইসলামী ছাত্র শিবির কর্মীদের বের করে দেয়। ভাস্কর্য নির্মাণের বিরোধিতাকারী ও ভিত্তি ভাংচুরের নায়ক সংগঠন ইসলামী ছাত্র মজলিসের ১টি কক্ষ এবং শিবির কর্মীদের ৪টি কক্ষ ছিল। তারা শিবির-মজলিস কর্মীদের মারধর করে। এ সময় সাধারণ ছাত্ররাও ছাত্রলীগ কর্মীদের সাথে যোগ দেয়। সাবেক বাকসু জিএস বলরাম পোদ্দার দায়ী মৌলবাদীদের অবিলম্বে গ্রেফতার দাবি করেছেন। শনিবার সকালে অশ্বিনী কুমার হলের ছাত্ররা ক্যাম্পাসে একটি মৌন মিছিল করে। শুক্রবার রাতে বরিশালের সাংস্কৃতিক কর্মীরাও এ ঘটনার প্রতিবাদে জঙ্গী মিছিল বের করে। এদিকে মৌলবাদী ছাত্র সংগঠনগুলোর কর্মীদের বের করে দেয়ায় মৌলবাদীরা ক্ষিপ্ত। তারা 'মূর্তি স্থাপনের ষড়যন্ত্রের' প্রতিবাদে নথুল্লাবাদ মাদ্রাসায় শনিবার বিকালে সভা করে। সভায়

(২- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

... জনকণ্ঠ শিল্প পরিবার-এর সদস্য প্রতিষ্ঠান

বিএম কলেজের

(১২-এর পাতার পর)

মৌলবাদীরা যে কোন মূল্যে 'মূর্তি স্থাপন' প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গেছে। ভাস্কর্য ভিত্তি ভাঙ্গার বিষয়ে বিএম কলেজ কর্তৃপক্ষ কোন মামলা দায়ের না করায় সচেতন মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। কোতোয়ালি থানার ওসি মনসুর আলী মণ্ডল শুক্রবার রাতে কোতোয়ালি থানায় কলেজের ঘটনার বিষয়ে ১টি জিডি করেছেন। বিএম কলেজ পুলিশ ক্যাম্পে ১০ পুলিশ ও এক দারোগা থাকা সত্ত্বেও তাদের কোন তৎপরতা না থাকায় পুলিশ প্রশাসন ক্ষুব্ধ। পুলিশ সুপার মুস্তাফিজুর রহমান জানান, আর্মড দারোগা হুসাইন কবিরকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এদিকে সাংস্কৃতিক সংগঠন সমন্বয় পরিষদভুক্ত ২৪টি সাংস্কৃতিক সংগঠন শনিবার মুক্তিযোদ্ধা সংসদ মিলনায়তনে এক জরুরী সভায় মিলিত হয়। সৈয়দ দুলালের সভাপতিত্বে সভায় আগামী ১৮ মে প্রতিবাদ সমাবেশ ও স্মারকলিপি প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়। উল্লেখ্য, মাত্র কিছুদিন আগে মৌলবাদী ইসলামী ছাত্র মজলিস ও ছাত্রশিবিরকে সাথে নিয়ে ছাত্রলীগ সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মিছিল করে। জনকণ্ঠসহ কয়েকটি পত্রিকায় বিএম কলেজের দুর্নীতির সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় তারা এ ঘটনা ঘটায়। পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা এ ঘটনা মৌলবাদী সংগঠনগুলোকে চাঙ্গা হবার সুযোগ করে দেয় ক্যাম্পাসে। বরিশাল ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে। ছাত্রলীগ সম্পাদক তারিক বিন ইসলাম, সিপিবি, বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, বরিশাল একাডেমী ফর রিসার্চ, খেলাঘরসহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন এ ঘটনার নিন্দা প্রকাশ করে দোষীদের শাস্তি দাবি করেছে।